দৈনিক
ইত্তেফাক

25 OCT 2017

কোচিং বাণিজ্যে ধ্বংস হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা

গুড নেইবারস বাংলাদেশ-এর অনুষ্ঠানে বক্তারা

বাংলা ও ইংরেজি সমান গুরুত্ব দিয়ে শেখার আহ্বান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ নেওয়ার তাগিদ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজি ভাষা সমান গুরুত্ব দিয়ে শেখার আহ্বান জানিয়েছেন বক্তারা। তারা বলেছেন, এক শ্রেণির বাচ্চা গড়গড় করে ইংরেজি বলতে পারে তারা বাংলা বলতে পারে না। অপরদিকে মধ্য ও নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশুরা বাংলা ভালো পারলেও ইংরেজি পারে না। এতে করে সমাজে এক ধরনের বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। এই বৈষম্য ঘোচাতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ইংরেজি শেখার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে কোরিয়ার উন্নয়ন সংস্থা 'গুড নেইবারস বাংলাদেশ। একই সঙ্গে বক্তারা বলেন, কোচিং বাণিজ্যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে ডেইলি স্টার ভবনে 'শিশুদের ইংরেজি শব্দ শেখা প্রতিযোগিতার' পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। কোরিয়ান উন্নয়ন সংস্থা 'গুড নেইবারস বাংলাদেশ' এর সহযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম'।

আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে জানা যায়, প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিশুদের পাবলিক পরীক্ষায় ফেল করার অন্যতম কারণ ইংরেজিতে দুর্বলতা। একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ফেল করলে শিক্ষার প্রতি অনীহা তৈরি হয়। সেখান থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছেলে শিশুটাকে পরিবার থেকে শ্রমের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়, আর মেয়েশিশুটিকে বিয়ে দেওয়া হয়। দেশের শিশুদের শ্রম ও বাল্যবিয়ে থেকে রুখতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্যে চালু হয়েছে আনন্দের সঙ্গে ইংরেজি শব্দ শেখা কার্যক্রম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক বলেন, দেশে শিশুর সংখ্যা প্রায় ছয় কোটি। এসব শিশুর সবার সমান অধিকার পাওয়ার কথা থাকলেও, বাস্তবে এর চিত্র পুরোই বিপরীত। কোনো শিশু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুমে ক্লাস করছে, আর কোনো শিশুর বিদ্যালয়ে ছাদ নেই। পাঁচ লাখ শিশু স্কুলে যাওয়া বাদ দিয়ে গৃহশ্রমিকের কাজ করছে। তিনি বলেন, প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার বই সরকার শিশুদের বিনামূল্যে দিচ্ছে। অনেক স্কুলে দুপুরের খাবার অর্থাৎ টিফিন দেওয়া হচ্ছে। অথচ কোচিং বাণিজ্য দেশের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী শিশুদের কাছে জানতে চান তারা কোচিং করে কি-না। এর উত্তরে প্রায় সব শিশু জানান তারা কোচিং করে। রাশেদা কে চৌধুরী শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজি ভাষা সমান গুরুত্ব দিয়ে শেখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের দেশের এক শ্রেণির অভিভাবক গর্ব করে বলেন, আমার বাচ্চা গড়গড় করে ইংরেজি বলতে পারে, বাংলা তেমন পারে না। অপরদিকে মধ্য ও নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশুরা বাংলা ভালো পারলেও ইংরেজি পারে না। এতে করে সমাজে এক ধরনের বৈষম্য তৈরি হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে দেশের ৯ জেলায় সরকারি-বেসরকারি মিলে মোট ১১১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গুড নেইবারস বাংলাদেশ ইংরেজি শেখার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এতে ৩ হাজার ৭২৭ জন শিশু 'ইংরেজি শব্দ শেখা প্রতিযোগিতায়' অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে জাতীয় পর্যায় অংশ নেওয়া ৪৫ জন শিশুর মধ্য থেকে ১ম, ২য়, ৩য় স্থানসহ ১৫ জনকে সার্টিফিকেট ও অর্থ অনুদান দেওয়া হয়। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের চেয়ারপারসন মোঃ এমরানুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক আরিফা রহমান, শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক আব্দুস শহিদ মাহমুদ, গুড নেইবারস বাংলাদেশের পরিচালক মাঈনুদ্দীন মাঈনুল প্রমুখ।